‘উন্মাদের মেলা পরিদর্শন’

খন্দকার জাহিদ হাসান

[দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৪]

[আসলে প্রমাদ আলী নামের একজন আদর্শবাদী সাংবাদিক সিডনীতে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশীকে নিয়ে বাংলাদেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় কার্টুন পত্রিকা ‘উন্মাদ’-এর একটি শাখা অফিস খুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঢাকা থেকে অনুমতি না মেলায় এবং অন্যান্য কারিগরি অসুবিধা থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তা আর সম্ভব হয়নি। তবু হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি ২০১২ সালে সিডনীতে ‘সাপ্তাহিক প্রমাদ’ নামের একটি পত্রিকা চালু করেন। নীচে প্রমাদ আলীর একটি মেলা পরিদর্শন রিপোর্ট পরিবেশন করা হলো। আসলে এই সংখ্যাটির সঠিক শিরোনাম হওয়া উচিত ছিলোঃ ‘প্রমাদ আলীর মেলা পরিদর্শন’। তাই উপরের ভুল শিরোনামটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত! আমি স্বীকার করছি যে, এই স্বেচ্ছাকৃত ভুলের একমাত্র উদ্দেশ্যঃ পাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি, আর অন্য কিছুই নয়। —লেখক।]

[আমাদের ‘সাপ্তাহিক প্রমাদ’-এর পক্ষ থেকে পত্রিকার সম্পাদক জনাব প্রমাদ আলী গত ১৮ জুলাই শনিবার সিডনীর নব-নির্মিত বৃহত্তম উদ্যান “মাংকি পার্কে” অনুষ্ঠিত “পোশাকী মেলা, ২০১৫” পরিদর্শন করেন। সেই প্রেক্ষাপটে পরে তিনি মূলতঃ সাক্ষাতকারভিত্তিক একটি নিবন্ধ দাঁড় করান, যা আমাদের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রমাদের সম্মানিত পাঠকদের জন্য হুবহু প্রকাশ করা হলো।]

প্রমাদ আলীঃ প্রথমেই আমি আজকের এই পোশাকী মেলার আয়োজক কমিটির ‘উপ-সহকারী ময়দান সম্পাদক’ জনাব বকাউল্লাহ্‌র দ্বারস্থ হচ্ছি। তাঁকে এখন গুটিকতক একঘেঁয়ে প্রশ্নে জর্জরিত করবো।.... জনাব বকাউল্লাহ্‌, আপনাদের এই মেলার নামকরণের শানে নূযুল সম্বন্ধে কিছু বয়ান করবেন কি? কেন এর নাম “পোশাকী মেলা” রাখা হোয়েছে?

বকাউল্লাহ্‌ঃ আসলে অনেক আগে কিন্তু এর একটা ঐতিহ্যবাহী নাম ছিলো, এটা অন্যান্য অনেকের মত আপনিও নিশ্চয় জানেন। তবে ২০১০ সালের পর আমরা নামটা পাল্টে ফেলতে বাধ্য হই।

প্রমাদ আলীঃকেন?

বকাউল্লাহ্‌ঃ কেন আবার, যুগের চাহিদার কারণে!? যদিও আগের নেতাদের সকলেই বিদায় নিয়েছেন, তবু তাঁদের স্মৃতির সম্মানার্থে মেলার নামটি খুব বেশী পাল্টানো হয়নি। আগের নামের সংগে তো এখনকার নামের ধ্বনিগত যথেষ্ঠ মিলও রয়েছে। শুধু ‘ব’-এর বদলে ‘প’-এর আমদানী করা হোয়েছে— এই যা।

প্রমাদ আলীঃ শুধু কি ‘ব’-এর বদলে ‘প’? কেন, ‘খ’-এর বদলে.....

বকাউল্লাহ্‌ঃ (বাধা দেওয়ার ভংগীতে) আঃ, আপনি একটু থামবেন? অতো ধরলে কি চলে? ....বললাম তো, যুগের হাওয়া!

প্রমাদ আলীঃ কিসের যুগের হাওয়া?

বকাউল্লাহ্ঃ বুঝতে পারছেন না কেন? এখনকার মেলাতে আগেকার মত সেই ঐতিহ্যবাহী ব্যাপারগুলো আর নেই তো! মেলা ক্রমান্বয়ে একটা পোশাকী রূপ ধারণ করলো। আর তাছাড়া মেলাতে শেষ পর্যন্ত প্রকটভাবে পোশাক-প্রদর্শনেরও হিড়িক পড়ে গেল। তাই ''পোশাকী মেলা'' নামটি অবশেষে অপরিহার্য হোয়ে পড়লো।

প্রমাদ আলীঃ ও...বুঝতে পেরেছি। আপনি বোধ হয় 'ফ্যাশন শো'-র কথা বলতে চাইছেন?

বকাউল্লাহ্ঃ হ্যাঁ, সেটা তো রয়েছেই। তবে এখন আমরা ওটার নাম দিয়েছি ''পোশাক প্রতিযোগিতা''। অবশ্য অতি উৎসাহী সংস্কারবাদীরা চাপ দিচ্ছেন ''যা ইচ্ছা, তা-ই সাজো'' নাম রাখার জন্য। তবে এটিই কিন্তু মেলার নাম পরিবর্তনের একমাত্র কারণ নয়। আরেকটি কারণ হলোঃ মেলার গানবাজনা, খাবারদাবার, মানুষের কথাবার্তা— সবকিছুর মধ্যেই এখন ঢুকে গেছে পোশাকী ভাব।

প্রমাদ আলীঃ যেমন?

বকাউল্লাহ্ঃ যেমন, মানুষের প্রতিভার চাইতে তার বাগাড়ম্বরতাই এখন বেশী গুরুত্ব পাচ্ছে, গুণের চাইতে বাহ্যিক পোজপাজ-ই বেশী সমাদৃত হচ্ছে, ইত্যাদি। যেমন, গান জানে না— এমন শিল্পীও(?) মঞ্চে উঠেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে বসছে, ''নিন, সবাই আমার সাথে গলা মেলান, গানের তালে তালি মারেন!'' আর দর্শকরাও সমানে তা-ই করছে।

প্রমাদ আলীঃ আমি দুঃখিত, জনাব বকাউল্লাহ্! ব্যাপারটা আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন কি?

বকাউল্লাহ্ঃ (বিরক্তকণ্ঠে) আর বুঝায়্যা কাম নাই! এখন মেলার পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দ্যান, তাইলে নিজেই বুইঝ্যা ফালাইবেন!!

প্রমাদ আলীঃ অতি অবশ্যই ঝাঁপ দিমু। তয় দৌড়-ঝাঁপের আগে এট্টু গা-গরম করা লাগে কিনা! তাই হের আগে আফনার লগে অল্পবিস্তর খোশ-গল্প করলাম। আপনার অমূইল্য সময়ের লাইগ্যা আপনারে অসইংখ্য ধইন্যবাদ। (তারপর মেলায় হাঁটতে হাঁটতে)..... প্রিয় পাঠকবৃন্দ, এখন আমি পোশাকী মেলার ঘোলাটে পুকুরে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি।.....

(বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর মেলাতে আগত এক যুবককে উদ্দেশ্য ক'রে) এবারে আমি এক তরুণকে কিছু প্রশ্ন করবো।.... এই যে তরুণ ভাই, আপনার নামটা কি যেন?

তরুণঃ আমার নাম চেঁচা-উদ্দিন।

প্রমাদ আলীঃ বাহ্ বাহ্ কি সুন্দর যুৎসই নাম! চেঁচা-উদ্দিন!! এই জন্যই কি আপনি এতক্ষণ তারঃস্বরে এভাবে চেঁচাচ্ছিলেন?

চেঁচা-উদ্দিনঃ বলেন কি, চেঁচামু না?

প্রমাদ আলীঃ আচ্ছা, ঠিক কি কারণে আপনি এত চেঁচাচ্ছিলেন, একটু খুলে বলবেন কি?

চেঁচা-উদ্দিনঃ আসলে ড্রেস্ কম্পিটিশনের ঐ ছেম্‌রিডা যখন কোমর দুলিয়ে মঞ্চে ইন্ করতেছিলো, তখন ব্যাক-গ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে আমার ফেবারিট্ "হাঁউকাঁউ ব্যান্ড্"-এর কম্পোজ করা ও র‍্যাপের মাঞ্জামারা মিউজিক প্লে করার কথা আছিলো। হেইডাই তেনারা প্রমিজ করছিলো। কিন্তু প্রমিজ ভাইংগা তারা রবীন্দ্রসংগীতের একখান বস্তাপচা মিউজিক বাজায়। তাইলেই বোজেন, আমি চেঁচামু না ক্যান! সাধে কি আর এ্যাংরি হইসি?

প্রমাদ আলীঃ বাহ্, আপনি কি সুন্দর খিচুড়ী ভাষাতে কথা বলেন! বেশ বুঝতে পারছি যে, নব্য খিচুড়ী সংস্কৃতির একজন একনিষ্ঠ ধারক ও বাহক আপনি। তবে ওটা রবীন্দ্রসংগীত নয়, ওটা ছিলো নজরুলগীতির মিউজিকঃ 'মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম...'।

চেঁচা-উদ্দিনঃ তাতে কোনো যায় আসে না। মেলায় আবার রবীন্দ্রসংগীত নজরুলগীতি বাজায়, এত্ত বরো সাহস! হেই সক্কল হোমিওপ্যাথিরে আমরা প্রোটেস্ট কইরা অনেক বছর আগেই মেলাথন আউট্ করসি। হেইগুলান শুনলেই ঘুম ধরে। আমরা কি মেলাতে ঘুমাইতে আইসি নাকি?

প্রমাদ আলীঃ আরে ভাই, ওরা তো কোনো গান বাজায়নি, ওটা তো ছিলো সামান্য একটু মিউজিক!

চেঁচা-উদ্দিনঃ ঐ এক-ই কতা। এইসব ম্যান্দামারা রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, দ্যাশের গান— এই গুলান শুননের লাইগ্যা আমরা মেলার এত এক্সপেন্‌সিভ্ টিকিট কাট্‌সি নাকি? এইখানে আমরা আইছি ডিস্‌কো মিউজিকের লগে "কুর্দন ড্যান্স্", কাতুকুতু-মার্কা চুট্‌কি আর "মার্-মার্-কাট্-কাট্" ড্রেস্ কম্পিটিশন এন্‌জয় করনের লাইগ্যা।

প্রমাদ আলীঃ আর বলতে হবে না। আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি। ....তো এখন একটু আজকের পোশাকী মেলা সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

চেঁচা-উদ্দিনঃ মেলা মানেই আনন্দ। মেলা মানেই দু'চোখ ভইরা দ্যাখা, দু'কান ভইরা শুনা, আর দু'প্যাট ভইরা খাওয়া.....!!!

প্রমাদ আলীঃ চোখ-কানের মত আপনার পেটও আবার দু'টো নাকি? অতি চমৎকার! তবে চেঁচা-উদ্দিন সাহেব, মেলা মানে যে দু'প্রাণ ভরে চেঁচানোও— এই পয়েন্টটা কিন্তু ভুলবশতঃ আপনি বাদ দিয়েছেন। তো আর কিছু বলার আছে কি আপনার?

চেঁচা-উদ্দিনঃ (মাথা নেড়ে না-সূচক জবাব দেওয়ার পর হঠাৎ হাত-পা ছুঁড়ে সুর ক'রে গাইতে গাইতে) "মেলায় যাইরে, মেলায় যাইরে..., হাঁটু-কাটা প্যান্ট পইরা....."

[প্রমাদ আলী এই ফাঁকে কেটে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আরেকজনকে পাকড়াও করলেন। তিনি ছিলেন "পোশাকী মেলা ২০১৫"-এর আয়োজক কমিটির একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জনাব চাপা হাসান।]

প্রমাদ আলীঃ সুধী পাঠকবৃন্দ, এবারে আমরা সংগঠনের 'বিশেষ কার্যকরী স্টল্ ব্যবস্থাপক' জনাব চাপা হাসানের কাছ থেকে মেলার ইতিহাস প্রসংগে সামান্য কিছু শুনবো।.... জনাব চাপা হাসান, আপনাদের পোশাকী মেলার ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি?

[প্রমাদ আলীকে দেখে চাপা হাসান মনে মনে প্রমাদ গুণছিলেন। তবু তাঁকে মুখ খুলতে হলো।]

চাপা হাসানঃ দেখুন, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আমাদের উদ্ভাবিত এ-ধরণের পোশাকী মেলা খুব-ই জনপ্রিয় হোয়ে ওঠে। মেলা আস্তে আস্তে এত বিশালতা লাভ করলো যে, স্থান সংকুলানের জন্য আমাদেরকে অবশেষে বৃহত্তর প্রাংগনের সন্ধান করতে হলো। শেষ পর্যন্ত আমরা খুঁজে পেলাম এই 'মাংকি পার্ক' বা 'বান্দর উদ্যান'। টিকেটের মূল্যও বাড়াতে বাড়াতে শেষ পর্যন্ত মাথাপিছু ৫০ ডলার করতে হলো।

প্রমাদ আলীঃ আমি ঠিক এগুলো জানতে চাইনি। ....সে যাক, এবারে বলুন মেলার ঐতিহ্যবাহী সময় এপ্রিল মাস থেকে পাল্টিয়ে জুলাই করা হলো কেন।?

চাপা হাসানঃ কেন আবার, গ্লোবাল ওয়ার্নিং-এর বদৌলতে এখন এপ্রিল মাসেও যা গরম পড়ে, তাতে ঐ সময়ে মেলা বসানোর জো আছে?

প্রমাদ আলীঃ (নীচু স্বরে) 'গ্লোবাল ওয়ার্নিং' নয়, কথাটা হবে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'।

চাপা হাসানঃ ও..., তাই নাকি? সরি! যা বলছিলাম। কথা হলো, ডিসেম্বর-জানুয়ারীর কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। ইদানীং এপ্রিলেও সিডনীতে এত গরম পড়ে যে, গায়ে কাপড়-চোপড় রাখা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে লোকজন পোশাকের ফুটানী দেখাবে কিভাবে? তাই জুলাই মাসের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা আবহাওয়াকেই আমরা বেছে নিতে বাধ্য হলাম।

প্রমাদ আলীঃ না, বলছিলাম কি, নব বর্ষের তিন মাস পার হোয়ে যাওয়ার পর.....

চাপা হাসানঃ আরে রাখেন আপনার নব বর্ষ! সেদিন আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্মদিবস তো তার আসল জন্মদিনের পাঁ-চ মা-স পর পালিত হলো। কি আর করবে বলুন? বেচারা বন্ধুটির স্ত্রী ছ'মাস বাংলাদেশে ছিলো কিনা! যখন যে-রকম পরিস্থিতি, তখন সে-রকম ব্যবস্থা।

প্রমাদ আলীঃ আপনি কিন্তু আবার লাইনচ্যুত হোয়েছেন!

চাপা হাসানঃ সে জন্য আপনিই দায়ী।... হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের সফলতায় ঈর্ষাকাতর হোয়ে আরও অনেকেই পোশাকী মেলা খুললো।

প্রমাদ আলীঃ আমি কিন্তু এ-প্রসংগে আপনার সাথে পুরোপুরি একমত নই। ব্যাপারটির পেছনে ঈর্ষাই থাকুক, আর অন্য যা কিছুই থাকুক না কেন, আমার মনে হয় যে, প্রক্রিয়াটি 'প্রাকৃতিক'।

চাপা হাসানঃ তার মানে?

প্রমাদ আলীঃ বলছি...., 'এ্যামিবা' নামের এককোষী প্রাণীর কথা নিশ্চয় শুনেছেন। এ্যামিবা যখন আকারে খুব বড়ো হোয়ে যায়, তখন তা দু'ভাগে বিভক্ত হোয়ে দু'টি পৃথক এ্যামিবার সৃষ্টি করে। তারপর তারাও বড়ো হয়ে আবার বিভক্ত হয়। তেমনি সিডনী শহরের বাংলাভাষী সম্প্রদায়ও এত বিশাল আকার ধারণ করেছে যে, এরাও কথায় কথায় এ্যামিবার মত বিভক্ত হচ্ছে। আমার ধারণা, আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা এক হিসাবে আপনাদের উপকার-ই করছেন।

চাপা হাসানঃ কিভাবে?

প্রমাদ আলীঃ যানজট, জনজট আর ব্যবস্থাপনার ঝক্কি কমিয়ে দিয়ে। বেশী বড়ো মেলা মানেই তো বেশী অব্যবস্থাপনা, বেশী নিয়ন্ত্রণহীনতা। মেলার সংখ্যা বেড়ে গেছে বলে মানুষ এখন ভাগ হোয়ে বিভিন্ন মেলায় যাচ্ছে। ফলে.....

চাপা হাসানঃ (প্রমাদ আলীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) আমাদের মেলায় কখনোই কোনো বিশৃংখলা বা অব্যবস্থাপনা হয়নি।

প্রমাদ আলীঃ (বেশ কিছুক্ষণ একপলকে চাপা হাসানের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর) জনাব চাপা হাসান, এই চাপাটি অন্ততঃ আমার সামনে আর কখনও মেরেন না। আমাদের কাছে আপনাদের এ-ক'বছরের অ-ব্যবস্থাপনার এত বিরাট তালিকা রয়েছে যে, তা দিয়ে সপ্তখন্ড ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করা যাবে। এখন থেকে সাত-আট বছর আগেকার কথা। আমাদের 'প্রমাদ' তখনও চালু হয়নি। কোনো এক মেলায়...

চাপা হাসানঃ (আবার প্রমাদ আলীর কথা কেড়ে নিয়ে) দেখুন, অতো আগের দায়ভার আমরা নিতে রাজী নই। আর তা ছাড়া তখন অন্য নেতারা ছিলেন। মেলার নামও ছিলো ভিন্ন।

প্রমাদ আলীঃ কিন্তু সেটাই ছিলো বিশৃংখলার শুরু। আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে। সেই মেলাতে সেই সন্ধ্যায় আমাদের চিরায়ত লোকজ সংগীত, দেশের গান, নজরুলগীতি আর রবীন্দ্রসংগীতের শিল্পীদেরকে ঠিকমত গান-ই গাইতে দেওয়া হচ্ছিলো না। বার বার হট্টগোল হচ্ছিলো।

চাপা হাসানঃ শ্রোতারা যদি কোনো গান শুনতে না চান, তাহলে তো আর আপনি জোর ক'রে তাদেরকে সে গান শোনাতে পারেন না। পারেন কি?

প্রমাদ আলীঃ বাঃ বাঃ, ভালোই কৈফিয়ত! কথা হলোঃ কিছু পাংকু গোছের উচ্ছৃংখল শ্রোতা সব অনুষ্ঠানেই থাকে, যারা পরিবেশ নষ্ট করে। কিন্তু তাই বলে অনুষ্ঠান পরিচালনাকারীকেও তাদের সাথে তাল মেলাতে হবে?

চাপা হাসানঃ আপনি কোন্ মেলার কোন্ অনুষ্ঠানের কথা বলছেন, আমার ঠিক মনে নেই।

প্রমাদ আলীঃ আপনার মনে না থাকলেও আমার বেশ মনে আছে। সেই অনুষ্ঠানে মাইক্রোফোনধারী এক ঘোষক আস্ফালন ক'রে বার বার আমন্ত্রিত শিল্পীদেরকে মঞ্চ থেকে উঠে যেতে বলছিলেন। তাঁদের পরবর্তী অনুষ্ঠানের নাকি দেরী হোয়ে যাচ্ছিলো। সেটি ছিলো শিল্পীদের প্রতি এক দুর্বিনীত নির্দেশ, যাতে লেশমাত্রও অনুরোধ বা দুঃখপ্রকাশ ছিলো না। কবিতা ও কমিক তো পুরোপুরি বাদ গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত মাইক্রোফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেওয়ার কারণে একজন কণ্ঠশিল্পীকে গান না গেয়েই মঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হোয়েছিলো।

চাপা হাসানঃ এখন সত্যিই যদি সেদিন আয়োজকদের দেরী হোয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য এ-রকম একটি ব্যবস্থা তো তাঁরা নিতেই পারেন।

প্রমাদ আলীঃ দেরীর কারণ যা-ই হোক না কেন, সেই সমস্যার দায়ভার আমন্ত্রিত শিল্পীদের ঘাড়ে ও-রকম রূঢ়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া কি সমীচীন হোয়েছিলো? এ যেন খেতে বসা অভ্যাগতদের পাতের থালা কেড়ে নেওয়ার মত ব্যাপার! (বিদ্রুপাত্মক স্বরে হাসতে হাসতে) যা হোক, আপনিও তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই অসদাচরণকে সমর্থন করলেন?.... সে কারণেই তো বলছিলাম যে, ওটাই ছিল অধঃপতন আর বিশৃংখলার শুরু! যাই হোক, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।.....

[প্রমাদ আলী চাপা হাসানকে আর কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়েই দ্রুত অন্যত্র সরে পড়লেন। এরপর তিনি জনৈকা নাদুস্‌নুদুস্‌ খাবারক্রেতার নিকটবর্তী হলেন।]

প্রমাদ আলীঃ এই যে, এখানে এক ভদ্রমহিলাকে খাওয়ার স্টল্‌ থেকে খাবার কিনতে দেখা যাচ্ছে।... আচ্ছা ভাবী, এইমাত্র আপনি যে খাবারটি কিনলেন, আমি অকপটে স্বীকার করছিঃ এটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আপনি কি একটু বলবেন ভাবী, এই খাবারটির নাম কি?

ভদ্রমহিলাঃ তার আগে একটা কথা বলি আপনাকে। প্লীজ আমাকে 'ভাবী-ভাবী' বলে ডাকবেন না।

প্রমাদ আলীঃ দুঃখিত, আপনাকে দেখে আমি ঠিক বুঝেই উঠতে পারিনি যে, আপনার এখনও বিয়েই হয়নি!

ভদ্রমহিলাঃ সে কথা নয়, আমি ম্যারিড্‌-ই। কিন্তু 'ভাবী' সম্বোধনটি খুব-ই ওল্ড্‌-ফ্যাশন্‌ড্‌। আজকাল তো ওটি উঠেই গেছে।

প্রমাদ আলীঃ তাই তো। .....আমি বড়োই লজ্জিত! ভুল হোয়ে গেছে। তো কি বলে ডাকবো যেন? .....আচ্ছা ঠিক আছে, ডাকাডাকির কোনো দরকার-ই নেই.....

ভদ্রমহিলাঃ আহা.... কি মুস্কিল, ডাকবেন না কেন? তবে 'ম্যাডাম' বলে ডাকবেন!

প্রমাদ আলীঃ ঠিক-ই তো। কি বোকা আমি! এতক্ষণ মনেই পড়েনি।.....তো ইয়ে, খাবারটির নাম কি যেন ম্যাডাম?

ভদ্রমহিলাঃ (একটু হেসে) এই ডিশ্‌টির নাম 'পাভ্‌ল্যাংড়া', যা আমার খুব-ই ফেভারিট! একটু চেখে দেখবেন? ....এটি অজি খাবার 'পাভ্‌লোভা' এবং বাংলাদেশী সিংগাড়ার একটা সংমিশ্রণ। পাভ্‌লোভা প্লাস্‌ সিংগাড়া ইজ্যুক্যাল্‌ টু পাভ্‌ল্যাংড়া। এই ডিশ্‌টি আমিই আবিষ্কার করি। এমনকি খাবারের 'পাভ্‌ল্যাংড়া' নামটিও কিন্তু আমার-ই দেওয়া। আমার কথা যদি আপনার বিশ্বাস না হয়, তা হলে ঐ খাবারওয়ালী ভাবীকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন।

[প্রমাদ আলী ভদ্রমহিলাকে মনে মনে বললেন, ''ও, আপনি নিজে আরেকজনকে 'ভাবী' বললে কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি 'খাবারওয়ালী' শব্দটি ব্যবহার করতেও আপনার রুচিতে বাধলো না! আর আমি আপনাকে 'ভাবী' বলে ডাকলেই যতো সমস্যা!?..... তার চেয়ে আমি বরং তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়ি!'' তবে মুখে তিনি বললেন অন্য কথা।]

প্রমাদ আলীঃ না-না ম্যাডাম, ডাকাডাকির কোনোই দরকার নেই। আমি আপনার কথা শতকরা একশ' ভাগ বিশ্বাস করছি। আপনি সত্যিই একটা জিনিয়াস!..... ঠিক আছে, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

[জনাব প্রমাদ আলী তড়িঘড়ি ক'রে মেলার ময়দান থেকে প্রস্থান করলেন।]

(কল্পনার তুলিতে আঁকা জীবনের বাস্তব ছবি)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২৭/০৪/২০০৭

দেশ বিদেশের বিচিত্র আলাপনের আগের সংখ্যাগুলো পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন